দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 JUL 1985
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

023

পরীক্ষা কেন্দ্র

04 JUL 1985

পরীক্ষা সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভূমিকা যে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, একথা এখন আর কেউ অস্বীকার করবেন না। প্রায়ই শোনা যায়, পরীক্ষার্থীরা অমুক কেন্দ্রে পরীক্ষা না দেবার অথবা দেবার জন্যে দাবী তুলেছেন। নিজস্ব এলাকায় কেন্দ্র খোলার জন্যেও দাবী ওঠে। এজন্যে যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার সমস্যার কথা বলা হয় বটে। কথাটা উড়িয়ে দেবার মতও নয়। তবে এটাই সমস্যার সম্পূর্ণ চিত্র নয়। পরীক্ষাকেন্দ্র নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যে দারুণ শৌখিনতা আছে—এ কেন্দ্র পছন্দ, সে কেন্দ্র অপছন্দ ইত্যাদি—তার ভিন্ন অর্থ আছে। দেখা গেছে কেন্দ্র। কোন কেন্দ্রের নকল করার ব্যাপারে উপযোগিতাই সে কেন্দ্রকে পরীক্ষার্থীদের কাছে দারুণ পছন্দসই করে তোলে। কোন কেন্দ্রে নকল করার সুযোগ বেশি থাকে। কোন কেন্দ্রে তেমন থাকে না। যে কেন্দ্রে এরকম সুযোগ বেশি পরীক্ষার্থীদের কাছে তার চাহিদাও বেশি। বেশির ভাগ পরীক্ষার্থীও ঐ ধরনের পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পছন্দ করে।

কিন্তু পরীক্ষার সঙ্গে নকলের সম্পর্ক যত অবিচ্ছেদ্যই হোক নকল প্রতিরোধের চেষ্টাটা এখনও টিকে আছে। নকল প্রতিরোধ করার জন্যেও বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নকল প্রতিরোধের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ১২টি ডিগ্রী পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করে দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে নকল অনুষ্ঠানে কেন্দ্রগুলির উপযোগিতা বেশি ছিল। কিন্তু ওই কেন্দ্রগুলি বাতিল হলেই নকল বন্ধ হবে তো? আমাদের একটু সন্দেহ আছেই।

আমাদের ধারণা, নকল বন্ধ করার উপায় আরো জটিল। আরও পরিশ্রমসাপেক্ষ। শুধু বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র বন্ধ হলেই তা বন্ধ হবে না। নকল সত্যিই বন্ধ করতে চাইলে পরীক্ষার্থীদের নকল করার প্রবণতাই বন্ধ করতে হবে। এরকম বোধ যাতে না জাগে সে ব্যবস্থা করতে হবে। নকল না হলে পরীক্ষায় পাশ করা যাবে না—এ ধারণা কেন সৃষ্টি হয় দেখতে হবে। শিক্ষাপদ্ধতিতে একটা মূলগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।